মা দিবসের ভাবনা-১

 মাছওয়ালাটা দুইদিন পর পর এসে কলিং বেল টিপে। “ নিন স্যার, ভাল মাছ আনছি , রোজা মুখে কত দৌঁড়াব স্যার । 22কেজি ইলিশ আর এক কেজি বাগদা দিলাম”। বাসায় ক্যাশ টাকা নেই খেয়াল করিনি। মাথায় আসেনি কারণ বাসার কোনায় কাঠের আলমারিটা দেখলে টাকা আছে বলে মনে হয়। সাড়ে তিন ফুটের কাঠের আলমারি । সোনা ,রোপার গহনা টাকা পয়সা সব , মায়ের সংসার রাষ্ট্রের ট্রেজারী । এটা খুলতে গেলে ক্যাঁত করে আওয়াজ হতো । আমি আস্তে করে মায়ের পেছনে বসে যেতাম । মা টাকা গুনতো আর ভাংতি কিছু আমাকে দিত। বশিরের দোকান হতে আমি মুয়া ,মুড়ি আর মার্বেল কিনতাম। সেই কাঠের আলমারিটা , যা পরম ¯েœহে ছোট মেয়েকে দিয়ে ছিলেন জমিদার বাবা । পিতলা হেন্ডেল,এটা বহু বার মা ছুঁয়েছেন । মায়ের হাতের ছোয়া এখনো মায়ের গন্ধ পাই এখানে। ভাজ করা বস্সারি (বড়শাড়ী ) , তুলনের শাড়ি (বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিধানের শাড়ি) সব কাপড় চোপড় এখানে রাখতেন। বাবা মারা যাবার পর সাদা শাড়ি একটু বেশী । একটাও চিড়তে পারনি। আমরা আটভাই বোন এর সংসার চালাতেন বাবা একা। এক সময় আমরা বাবাকে হারালে তুমি একা। আমার আটভাইবোন তাই সাদা শাড়ি বেশী । গড়পড়তা বছরে আটটা হলে কত শাড়ি কিন্তু এত শাড়ি এখানে নেই । তোমকে দাফনের পর ভাইবোনেরা তাদের কাছে কিছু রেখে দিয়েছে। তাদেরও মা তুমি ।

গ্রামে বড়মা বলে ডাকত তোমাকে। অনেকের দলিল দস্তাবেজ সোনা ,দানা ,রূপার টাকার ঠাইঁ হতো বিশ্বাসী বড় মা’র আলমিরায় । আজ ওসব নেই। মা, তুমিও নেই শুধু তোমার আলমারিটা আছে। তোমার বেয়াই বাড়ী হতে চকচকে অটবির দামী ২টা আলমিরা কিন্তু আগলে আছি তোমার আলমারিটা। সবাই বলে এটা বাসায় বে মানান কিন্তু কেউ জানেনা এটাই আমার সাথে মানানসই । এটাতে কি যেন আছে যা বিজ্ঞান তৈরী করতে পারেনি । আছে তোমার কাপড়ের সুগন্ধ । আছে তোমার পবিত্র ছোঁয়া । যার দাম অনেক। সিকি ,আধুলি,কাগুজে টাকা রাখার কৌটায় মরিচা পড়েছে কিন্তু তোমার স্মৃতি এখনো চকচকে আছে, থাকবে। মানুষের ছেলে মেয়ে পড়াই এ কাজেটাকে এবাদত মনে করি। এবাদতের জন্যে টাকা পাওয়া যায়না তাই ব্যাংকে জমা রাখার মতো টাকা থাকেনা। তোমার নাতিরা “আই ব্যাংকিং” আর হরেক রকম কার্ডে লেনদেন করে । রাস্তার ধারে বাক্স হতে কেরেত কেরেত করে টাকা বের করে । আর আমার ভরসা; তোমার তিনফুট হাইটের কাঠের আলমারি। পিতলা কবজা গূলো নড়বড়ে হয়ে গেছে । নীচের একটি পায়া উঁই পোকায় খেয়েছে। তবুও এখানেই আমার ভরসা, যেখানে তোমার স্মৃতি । এখানে তোমার ছোঁয়া , বাবার কষ্টের অর্জনের ঠাঁই।

আজ তোমাকে বার বার মনে পড়ছে। আগামী রোববার বিশ্ব মা দিবস । যদিও মা কোন দিনের জন্য হয়না , মা হলো অক্সিজেন সব মুহূর্তের জন্য। তবু দুনিয়ায় তোমার নামে একটা দিবস পয়দা হয়েছে। এই দিনে সবাই মা কে কাছে পাবে, সালাম করবে ,ফুল দেবে , কত রকম উয়িশ করবে । আমার সেই সৌভাগ্য হবেনা কারণ তুমি নেই । আমি জায় নামাজে আল্লাহ কাছে তোমার জন্য শান্তি কামনা করব যেরূপ তুমি তোমার ছেলে মেয়েদের জন্য প্রতিদিন করতে। “রাব্বির হাম হুমা কা মা রাব্বি আ নি সাগিরা”